কলকাতা হাইকোর্ট

মহামান্য বিচারপতি **বিভাস রঞ্জন দে।**

সর ওরফে সুরবালা সরকার বনাম নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড।

2013 সালের এফ. এম. এ-884, ০৬/১২/২০২২-এ নিষ্পন্ন।

(A) (A) মোটর ভিহিকলস আইন (1988 সালের 59), ধারা 163A -- ক্লেম পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। 163A ধারায় -গাড়ির চালকের বেপরোয়া বা অবহেলা সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রমাণের প্রয়োজন নেই - চার্জশিট, এফআইআর এবং বাজেয়াপ্তির তালিকা সহ সাক্ষীদের মৌখিক সাক্ষ্য স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে গাড়ির জড়িত থাকার ফলে দুর্ঘটনা ঘটেছে যার ফলে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে - তাই দাবিদাররা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

(অনুচ্ছেদ 9)

(B) (B) মোটর ভিহিকলস আইন (1988 সালের 59), ধারা 168 - ক্ষতিপূরণ - 2010 সালে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তা বিবেচনা করে, মৃতদের আনুমানিক আয় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত 15,000/- টাকার পরিবর্তে 3, 000/- টাকা - দাবিদাররা সাধারণ ক্ষতিপূরণেরও অধিকারী - সেই অনুযায়ী রায় সংশোধিত।

(অনুচ্ছেদ 10,12)

আইনজীবীদের নাম

বাদী পক্ষে কৃষাণু বণিক; প্রতিবাদী পক্ষে গোপা দাস মুখার্জি।

---

1. রায় :এই আপীলটি করা হয়েছে এম এ সি মামলা নং 2010 এর 105এ মোটর ভিহিকলস আইন 1988র 166 ধারায় বালুরঘাটের মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেইমস ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং বিধিবদ্ধ অনুদান স্বরূপ 130000/- টাকা প্রদান করে 21শে এপ্রিল 2012 তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে।

2. প্রকৃতপক্ষে মামলাটি উত্থাপিত হয়েছিল জনৈক বাঞ্ছা সরকারের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে যাতে একটি ট্র্যাক্টর যার নম্বর WB-61/4261এবং একটি ট্রলি যার নম্বর WB-61/4276 জড়িত ছিল।

3. 15ই জুন, 2010 তারিখে বেলা একটা নাগাদ পূর্ব হালদার পাড়া বন্ধ মোড়ে রাস্তার কাঁচা অংশের বাম দিকে ভুক্তভোগী দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় WB-61/4276 নম্বরের ট্রলির সাথে সংযুক্ত WB-61/4261 নম্বরের ট্র্যাক্টরটি গঙ্গারামপুরের দিক থেকে খুব দ্রুত গতিতে বেপরোয়া ভাবে আসছিল।ফলস্বরূপ, গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার কাঁচা অংশে পড়ে যায় এবং ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে ধাক্কা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান ।দুর্ঘটনার পর, গঙ্গারামপুর থানা মামলা নং 202/2010 তারিখ 15.06.2010 ভারতীয় দণ্ডবিধির 279/338/304 A ধারার অধীনে গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে শুরু করা হয়েছিল এবং শেষে চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল।

4. বীমা সংস্থা লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলার বিরোধিতা করে দাবি-আবেদনে কথিত সমস্ত বস্তুগত তথ্য অস্বীকার করে , অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যুক্তি দিয়েছিল যে দাবিদাররা কোনও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী নয়।

5. মামলাটি প্রমাণ করার জন্য, দাবিদাররা দুইজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছিলেন।একজন হলেন পি ডব্লু 1 প্রদীপ সরকার, যিনি মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির বয়স এবং আয় সহ পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।দেবাশীষ বর্মণ নামে আরেকজন সাক্ষীকে পি ডব্লু 2 হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল যিনি নিজেকে দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করেছিলেন।একজামিনেশন-ইন-চিফ চলাকালীন তিনি পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে গাড়ির বেপরোয়া ও অবহেলার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।তাদের সাক্ষ্যের সময়ে, ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট, চার্জশিট, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট, বীমা পলিসি, বাজেয়াপ্ত তালিকা ইত্যাদি সহ বেশ কয়েকটি নথি প্রদর্শ 1 থেকে 6 হিসাবে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

6. নথিভুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনা করে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল আনুমানিক আয় নির্ধারণ করেছে বার্ষিক 15,000/- টাকা এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

1,30,000/- টাকা।

7. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী কৃষাণু বনিক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের উচিত ছিল মাসিক আয় আনুমানিক 3, 000/ টাকা ধরে নেওয়া, যেহেতু এটি 2010 সালের ঘটনা।শ্রী বনিক আরও বলেছেন যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল সাড়ে 9500/- টাকার সাধারণ ক্ষতি বিবেচনা করেনি এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণের উপর কোনও সুদ ধরা হয়নি।

8. এর বিরোধিতা করে, প্রতিবাদীগনের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রীমতি গোপা দাস মুখার্জি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত রায়কে সমর্থন করেছেন।

9. এটি ভারতীয় দণ্ডবিধির 163এ ধারার অধীনে একটি মামলা এবং আমি গাড়ির চালকের বেপরোয়া বা অবহেলার কাজ খুঁজে বের করার জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখছি না।তবে, পি. ডব্লিউ. 1 ও 2-এর মৌখিক সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং চার্জশিট, এফ. আই. আর এবং বাজেয়াপ্তির তালিকা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে উপরোক্ত গাড়ির জড়িত থাকার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছিল এবং ফলতঃ জনৈক বাঞ্ছা সরকার মারা গিয়েছিলেন।

অতএব, দাবিদাররা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

10. বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আনুমানিক আয় 15000/- টাকা ক্ষতিপূরণ মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল, কিন্তু আমি মিঃ বনিকের সাথে একমত যে 2010 সালে ঘটে যাওয়া মোটর দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ মূল্যায়নের জন্য আনুমানিক আয় (মাসিক?) 3,000/- টাকা হওয়া উচিত।

এখানে এটাও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, দাবিদাররা মোট 9,500/- টাকা সাধারণ ক্ষতিপূরণেরও অধিকারী।

11. এই বিষয়ে পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি ক্ষতিপূরণটি নিম্নরূপ সংশোধন করছিঃ_

মাসিক আয় নির্ধারণ করা হবে 3, 000/- টাকা।

বার্ষিক আয় নির্ধারণ করা হবে (3,000/- x 12 টাকা) 36, 000/- নিজের

ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার খরচের জন্য এক-তৃতীয়াংশ ছাড়। 36, 000/- টাকা। 12, 000/-) টাকা। 24, 400/- বয়স অনুযায়ী গুণক 13। 24, 000/- x13) টাকা। 3,12,000 -

দ্বিতীয় তফসিল অনুযায়ী সাধারণ ক্ষতির পরিমাণ হল 9, 500/- টাকা। (সম্পত্তির ক্ষতির জন্য 2,500/- টাকা। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যয়ের জন্য 2,000/- টাকা। 5, 000/- কনসোর্টিয়ামের ক্ষতির জন্য) মোট 9,500/- । সর্বমোট 3,21,500/- টাকা।

বাদঃ- অনুদানের ঘাটতির পরিমাণ 1,30,000/- টাকা।

মোট (বকেয়া) 1,91,500/- টাকা।

12. অতএব, দাবিদাররা বকেয়া অর্থ বাবদ 1,91,500 /- টাকা পাওয়ার অধিকারী, দাবি-পিটিশন দাখিলের তারিখ থেকে, অর্থাৎ 26শে জুলাই, 2010 থেকে বাৎসরিক 6 শতাংশ হারে সুদ সহ, এবং তৎসহ আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে 1,30,000/- টাকা প্রাপ্তির তারিখ পর্যন্ত ইতিমধ্যেই পাওয়া টাকার উপর বাৎসরিক 6 শতাংশ হারে সুদ সহ।

13. তদনুসারে, বীমা কোম্পানিকে বকেয়া 1,91,500/- টাকা দাবিদারদেরকে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বার্ষিক 6% হারে সুদ সহ দাবি-পিটিশন দাখিলের তারিখ থেকে এই আদালতের বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে উক্ত পরিমাণ জমা হওয়া পর্যন্ত।বীমা কোম্পানিকে দাবিদারদের দ্বারা ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত 1,30,000/- টাকার উপর বার্ষিক 6% হারে সুদের টাকা দিতেও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে দাবী-আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে দাবিদারদের দ্বারা ঐ অর্থপ্রাপ্তির তারিখ পর্যন্ত ।

14. বীমা কোম্পানিকে এই আদেশের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে যাবতীয় বকেয়া অর্থ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

15. দাবিদাররা এই আদালতের বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় থেকে ঐ

অর্থ তুলতে পারবেন।

16. বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেলকে আবেদনকারী ১ থেকে ৩ কে সঠিক শনাক্তকরণ সাপেক্ষে সমান ভাগে এই পরিমাণ অর্থ বণ্টন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

17. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ সহ 2013 সালের এফ. এম. এ 884 আপিলটি নিষ্পত্তি করা হল।

18. সমস্ত মুলতুবি আবেদন, যদি থাকে, সেগুলিও নিষ্পত্তি করা হল।

19. এই আদেশের একটি অনুলিপি সহ বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের রেকর্ডগুলি অবিলম্বে ফেরত পাঠানো হোক।

20. এই আদেশের একটি অনুলিপি অবিলম্বে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হবে।

21. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে সকল পক্ষকে দেওয়া হবে।

সেই অনুযায়ী আদেশ প্রদান করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.